রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারী ২০, ১৯৯১

৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল

৮৬, বিজয় নগর, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩রা আশ্বিন, ১৩৯৭/১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯০

এস, আর, ও নং ৩২৮-আইন/৯০—Medical and Dental Council Act, 1980 (XVI of 1980) এর section 33 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নোক্ত প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ—

প্রথম অংশ

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা।—এই প্রবিধানমালা মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল প্রবিধানমালা, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞাসমূহ।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়,—

(ক) "আইন" বলিতে Medical and Dental Council Act, 1980 (XVI of 1980) কে বুঝাইবে;

মূল্যঃ টাকা ২·৭০

(খ) "শৃঙ্খলা কমিটি" বলিতে আইনের ৭ ধারার (১) উপ-ধারার (খ) অনুচ্ছেদের আওতায় গঠিত শৃঙ্খলা কমিটি বুঝাইবে;

(গ) "ফরম" বলিতে এই প্রবিধানমালার সংগে সংযুক্ত ফরম বুঝাইবে;

(ঘ) "পরিদর্শক" বলিতে আইনের ১৮ ধারার (১) উপ-ধারার আওতায় কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শককে বুঝাইবে;

(ঙ) "অসদাচরণ" বলিতে পেশাগত জীবনে একজন নিবন্ধনকৃত চিকিৎসক বা দন্ত-চিকিৎসক এর এমন আচরণ বুঝাইবে যাহা তাহার পেশায় নিযুক্ত অন্যান্য সহকর্মী বা ভদ্রজনের শোভনীয় নয় এমন আচরণকে বুঝাইবে এবং নিম্নে বর্ণিত আচরণসমূহ ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ—

(১) কর্তব্যে গুরুতর অবহেলা;

(২) কোন ব্যক্তির প্রতি অশালীনতা, বিরক্তিকর বা বিবেচনাহীন উক্তি ব্যবহার বা প্রকাশ করা;

(৩) কাউন্সিল কর্তৃক তৈরী "কোড অব মেডিক্যাল এথিকস" এ বর্ণিত নিয়মাবলীর বরখেলাপ;

(৪) কাউন্সিল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট মিথ্যা ও অসার অভিযোগ পেশ করা;

(৫) বিধির অধীনে নিবন্ধনকৃত চিকিৎসক বা দন্ত-চিকিৎসক কর্তৃক পেশাগত প্রসারের জন্য রেজিষ্ট্রীকৃত নয় এমন শিক্ষাগত যোগ্যতা ব্যবহার এবং

(৬) উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও শৃঙ্খলা কমিটি অন্য যাহা "অসদাচরণ" বলে মনে করিবে,

(চ) "সভাপতি" বলিতে আইনের ৩ ধারার (৩) উপ-ধারার আওতায় নির্বাচিত কাউন্সিলের সভাপতিকে বুঝাইবে;

(ছ) "নিবন্ধক" বলিতে আইনের ৭ ধারার (১) উপ-ধারার (গ) অনুচ্ছেদের আওতায় নিযুক্ত কাউন্সিলের নিবন্ধককে বুঝাইবে;

(জ) "বাছাই কমিটি" বলিতে আইনের ৭ ধারার (১) উপ-ধারার (খ) অনুচ্ছেদের আওতায় গঠিত বাছাই কমিটি বুঝাইবে;

(ঝ) "ধারা" বলিতে আইনের কোন ধারাকে বুঝাইবে;

(ঞ) "স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটি" বলিতে আইনের ৭ ধারার (১) উপ-ধারার (খ) অনুচ্ছেদের আওতায় গঠিত স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটি বুঝাইবে;

(ট) "কোষাধ্যক্ষ" বলিতে আইনের ৭ ধারার (১) উপ-ধারার (ক) অনুচ্ছেদের আওতায় নির্বাচিত কাউন্সিলের কোষাধ্যক্ষকে বুঝাইবে;

(ঠ) "সহ-সভাপতি" বলিতে আইনের ৭ ধারার (১) উপ-ধারার (ক) অনুচ্ছেদের আওতায় নির্বাচিত কাউন্সিলের সহ-সভাপতিকে বুঝাইবে;

(ড) "চিকিৎসা সহকারী" বলিতে আইনের ১৪ ধারার (২) উপ-ধারার অধীনে ১ বৎসরের কম নয় এমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সনদধারী ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(ঢ) "পল্লী চিকিৎসক" বলিতে আইনের ১৪ ধারার (২) উপ-ধারার অধীনে ১ বৎসরের কম নয় এমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সনদধারী ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অংশ

কাউন্সিলের সভা

৩। প্রধান কার্য্যালয়।—কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত থাকিবে।

৪। বিজ্ঞপ্তি ও আলোচ্যসূচী।—(১) কোনো সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার অন্ততঃ ত্রিশ দিন পূর্বে নিবন্ধক প্রত্যেক সদস্যকে সভার স্থান, তারিখ ও সময় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাইয়া দিবেন।

(২) সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার অন্ততঃ সাত দিন পূর্বে সভার আলোচ্যসূচী প্রত্যেক সদস্যের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

(৩) জরুরী সভার ক্ষেত্রে নিবন্ধক সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার অন্ততঃ সাত দিন পূর্বে সদস্যগণকে সভার স্থান, তারিখ ও সময় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাইয়া দিবেন।

(৪) অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ সদস্য লিখিতভাবে সভার উদ্দেশ্য উল্লেখ করিয়া সভা আহবানের জন্য সভাপতির নিকট অনুরোধ জানাইলে এবং সভাপতি অনুরূপ সভা আহবান করা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিলে, সভাপতি কাউন্সিলের বিশেষ সভা আহবান করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) এর অধীন সভা আহবানের অনুরোধ প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে উক্ত সভা আহবান করা হইবে এবং শুধুমাত্র যে আলোচ্যসূচীর জন্য সভা আহবান করা হইয়াছে সেই আলোচ্যসূচী উক্ত সভায় বিবেচিত হইবে।

৫। সভার সভাপতি।—কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন সভাপতি এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভার সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভাপতি ও সহ-সভাপতি উভয়ই অনুপস্থিত থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

৬। সভার কোরাম।—সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পনের মিনিটের মধ্যে যদি ধারা ৬(২) এর বিধান অনুযায়ী কোরাম গঠিত না হয়, তাহা হইলে প্রবিধান ৪ এর উপ-প্রবিধান (৩) ও (৪) এর অধীন আহূত সভা ভাংগিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু সভাটি সাধারণ সভা হইলে

সভাপতির সিদ্ধান্ত অনুসারে পরবর্তী কোন তারিখ পর্যন্ত সভাটি মুলতবি থাকিবে, এবং এই ধরনের মুলতবি সভায় উপস্থিত সদস্যগণ, তাহাদের সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, সভার কার্য ধারা চালাইয়া নিতে পারিবেন এবং এই কার্যধারা কোরাম পূর্ণ সভার সদস্যদের কার্যধারা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৭। প্রস্তাবের নোটিশ।—কোন সাধারণ সদস্য কাউন্সিলের কোন সাধারণ সভার আলোচ্যসূচীতে অর্ন্তভুক্তির জন্য কোন প্রস্তাব প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলে প্রস্তাবটি উক্ত সভার জন্য নির্ধারিত তারিখের অন্ততঃ একুশ দিন পূর্বে নিবন্ধকের নিকট পৌছাইতে হইবে এবং সভাপতি কর্তৃক উহা গৃহীত হইলে সভার তারিখের কমপক্ষে সাত দিন পূর্বে প্রস্তাবটি আলোচ্যসূচীতে অর্ন্তভুক্ত করিয়া নিবন্ধক প্রত্যেক সদস্যের ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

৮। আলোচ্যসূচী, প্রস্তাব ও সংশোধন।—(১) আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্য পরিচালিত হইবে, তবে সভাপতির অনুমতিক্রমে কোন প্রস্তাব বা প্রস্তাবের সংশোধনীও আলোচিত হইতে পারে।

(২) অভিন্ন প্রস্তাব আলোচনা বা প্রত্যাহার কালে কোন প্রস্তাব গৃহীত বা প্রত্যাহৃত হইবে সেই বিষয়ে সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। সভা মুলতবি।—(১) সভাপতি উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিক্রমে সময়ে সময়ে কাউন্সিলের সভা মুলতবি ঘোষণা করিতে পারিবেন, কিন্তু এইরূপ মুলতবি সভায় নূতন কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না। তবে এই সভায় পূর্বে মুলতবি করা সভার অসম্পাদিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

(২) কোন সভা পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হইলে সভাপতি ঐ সভার তারিখ অন্য কোন তারিখে পরিবর্তন করিতে পারিবেন এবং নিবন্ধক সভার পরিবর্তিত তারিখটি লিখিত নোটিশের মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্যকে জানাইয়া দিবেন।

১০। প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ।—(১) কাউন্সিলের সভায় সকল বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোট অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে; প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান-সংখ্যক ভোট পড়িলে সভাপতি একটি "দ্বিতীয় ভোট" বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন।

(২) মৌখিকভাবে অথবা হস্ত উত্তোলনের মাধ্যমে অথবা চার বা ততোধিক সদস্যের দাবী অনুযায়ী ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গৃহীত হইবে।

(৩) ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে সভাপতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

১১। অপেক্ষমান প্রস্তাবের পূর্ববর্তিতা।—পূর্বদিন হইতে অপেক্ষমান কোন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে, সভাপতি যদি ভিন্নরূপ নির্দেশ না দেন তাহা হইলে সেই প্রস্তাবটি নূতন কোন প্রস্তাবের পূর্ববর্তী প্রস্তাব বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১২। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।—কাউন্সিলের সভায় আলোচনা কালে কোন কিছু ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোন সংগত কারণে একজন সদস্য অপর সদস্যকে সভার কার্যসূচী সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পাইবেন, তবে সভাপতির মাধ্যমেই প্রশ্নটি উত্থাপন করিতে হইবে।

১৩। সভার কার্যবিবরণী।—কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত হইবার পর সভাপতির স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রমাণকৃত হইবে এবং মুদ্রিত অথবা টাইপকৃত অবস্থায় কাউন্সিলের কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকিবে।

১৪। কার্যবিবরণীর অনুলিপি।—নিবন্ধক প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণীর একটি অনুলিপি সভা সমাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৫। কার্যবিবরণীর বিষয়বস্তু।—সভার কার্যবিবরণীতে সভায় উপস্থাপিত, গৃহীত বা নাকচকৃত সকল প্রস্তাব ও প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাবক ও সমর্থকের নামসহ লিপিবদ্ধ থাকিবে, তবে ঐ সব প্রস্তাবের উপর কোন সদস্যের মন্তব্য বা সমালোচনা সভার কার্য-বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হইবে না।

১৬। কার্যবিবরণী অনুমোদন।—সভা সমাপ্তির তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে সভার কার্যবিবরণীর যথার্থতা সম্পর্কে নিবন্ধক যদি কোন আপত্তি না পান, তাহা হইলে সেই কার্যবিবরণী অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। যদি উক্ত সময় সীমার মধ্যে কোন আপত্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য কাউন্সিলের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৭। নূতন প্রবিধানের কার্যকারিতা।—কোন নূতন প্রবিধান সংযোজনের বা কোন বিদ্যমান প্রবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে কাউন্সিল কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে উক্ত নূতন প্রবিধান বা সংশোধিত প্রবিধান কখন কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তৎসম্পর্কে কার্যবিবরণীতে যথাবিধি উল্লেখ থাকিবে।

তৃতীয় অংশ

নির্বাহী কমিটি

১৮। নির্বাহী কমিটি।—(১) নির্বাহী কমিটির কোন সদস্যের দায়িত্বের মেয়াদ হইবে তিন বৎসর,

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে তাঁহার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হইবার সংগে সংগে নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবেও তাহার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে।

(২) কোন কারণে কমিটির কোন সদস্যের পদ সাময়িকভাবে খালি হইলে তাহা পূরণ করিবার জন্য কাউন্সিল নূতন সদস্য নির্বাচিত করিবেন এবং নব নির্বাচিত সদস্য উক্ত পদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) সাধারনতঃ কাউন্সিলের প্রত্যেক সাধারণ সভার অন্ততঃ একমাস পূর্বে নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে প্রয়োজনবোধে, সভাপতির নির্দেশক্রমে অন্য যে কোন সময়ে নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

(৪) সভাপতির নির্দেশক্রমে অথবা সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতির নির্দেশক্রমে যে কোন সময়ে নির্বাহী কমিটির বিশেষ সভা আহবান করা যাইবে।

(৫) নির্বাহী কমিটির সভায় চার জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে।

১৯। নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী।—নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ যথাঃ—

(ক) নিবন্ধনকৃত চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী ও পল্লী চিকিৎসক এবং স্বীকৃত দন্ত-চিকিৎসকগণের রেজিস্টারের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু বিবেচনা এবং ও নির্ধারণ;

(খ) কাউন্সিল ও কমিটিসমূহের সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ; কাউন্সিল এর অপারাপর প্রকাশনা এবং নিবন্ধনকৃত চিকিৎসক ও দন্ত-চিকিৎসকদের তালিকা মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিক্রি সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিবেচনা ও তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(গ) কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত কোন বিষয় বিবেচনা করা এবং তৎ-সম্পর্কে কাউন্সিলের নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;

(ঘ) কাউন্সিলের সভার কর্মসূচী প্রস্তুত করা;

(ঙ) কাউন্সিলে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য সভাপতি কর্তৃক উহার নিকট সময় সময় প্রেরিত বিষয়সমূহ বিবেচনাকালে প্রয়োজনবোধে উক্ত বিষয়সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদিও বিবেচনা করা এবং তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(চ) বিধিমালা অনুযায়ী কাউন্সিলের কর্মচারীদের নিয়োগ এবং বরখাস্তসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) চিকিৎসা ও দন্ত-চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল চিকিৎসা ও দন্ত-চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্রদের নিবন্ধনকরণ পদ্ধতি প্রণয়ন করা এবং ছাত্রগণ কর্তৃক নিবন্ধন বাবদ কাউন্সিলকে প্রদেয় ফিস সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করা;

(জ) অনুমোদনযোগ্য লাইসেন্স এবং ডিপ্লোমাধারী চিকিৎসকদের তালিকা প্রণয়ন এবং নিবন্ধনকরণের জন্য কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ফিস নিধারণ করা; এবং

(ঝ) এই প্রবিধানমালায় উল্লেখিত হয় নাই এমন কোন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নে কাউন্সিলকে পরামর্শ প্রদান করা।

চতুর্থ অংশ

স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটি

২০। স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটি।—(১) স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটি কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্য হইতে কাউন্সিলের সাধারণ সভায় নির্বাচিত পাঁচজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং উক্তরূপ নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে একজনকে কাউন্সিল স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিবে;

(২) স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির কোন সভায় তিন জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে;

(৩) স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির কোন সদস্যের দায়িত্বের মেয়াদ হইবে তিন বৎসর ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে তাহার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হইবার সংগে সংগে স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির সদস্য হিসাবেও তাহার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে।

২১। স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির কার্যাবলী।--স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির কার্যাবলী হইবেঃ—

(ক) আইনের তফসিলের অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কোন যোগ্যতার স্বীকৃতির জন্য কোন আবেদন পাওয়া গেলে উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে উহা বিবেচনা করা ও উহার উপর সুপারিশ দান করা;

(খ) স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর চিকিৎসা ও দন্ত-চিকিৎসার যোগ্যতা অর্জনের জন্য ন্যূনতম সামঞ্জস্যপূর্ণ মানের প্রশিক্ষণ কোর্সের মডেল প্রস্তুত করা;

(গ) চিকিৎসা ও দন্ত-চিকিৎসার সকল পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু ও সময় পরিধির জন্য একই রকমের শর্তাদির সুপারিশ করা;

(ঘ) চিকিৎসা ও দন্তচিকিৎসার সকল পাঠ্যক্রমের ভর্তির জন্য ন্যূনতম শর্তাদির সুপারিশ করা;

(ঙ) সকল পেশাগত চিকিৎসা ও দন্তচিকিৎসা বিষয়ক পরীক্ষার পরীক্ষকগণের ন্যূনতম যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মান সুপারিশ করা;

(চ) চিকিৎসা ও দন্ত-চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাদির সুপারিশ করা;

(ছ) চিকিৎসা ও দন্ত-চিকিৎসা বিষয়ক যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষার মান, পরীক্ষা পরিচালনা পদ্ধতি ও পরীক্ষার অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি সম্পর্কে সুপারিশ করা; এবং

(জ) কাউন্সিলের নিকট প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য কাউন্সিল বা সভাপতি কর্তৃক স্থায়ী স্বীকৃতি কমিটির নিকট সময় সময় যে সমস্ত বিষয় প্রেরণ করবে তৎসম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করা।

পঞ্চম অংশ

শৃঙ্খলা কমিটি

২২। শৃঙ্খলা কমিটি।--(১) শৃঙ্খলা কমিটি কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্য হইতে কাউন্সিলের সাধারণ সভায় নির্বাচিত পাঁচজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং উক্তরূপ নিবাচিত সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজনকে কাউন্সিল শৃঙ্খলা কমিটির চেয়ারম্যান নিবাচিত করিবে;

(২) শৃঙ্খলা কমিটির কোন সদস্যের দায়িত্বের মেয়াদ হইবে তিন বৎসর ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে তাহার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার সংগে সংগে শৃংখলা কমিটির সদস্য হিসাবেও তাহার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে;

(৩) শৃঙ্খলা কমিটির কোন সভায় তিন জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে:

(৪) সভাপতির নির্দেশক্রমে নিবন্ধক সময় সময় শৃঙ্খলা কমিটির সভা আহবান করিতে পারিবেন।

২৩। শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার সুপারিশ।—নিবন্ধন প্রার্থী বা নিবন্ধনকৃত কোন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে পেশাগত ক্ষেত্রে অসদাচরণ, মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা, চারিত্রিক দোষ ত্রুটি বা অন্য কোন কারণে চিকিৎসা কার্য পরিচালনায় অনুপযুক্ত বলিয়া কোন অভিযোগ, প্রতিবেদন বা তথ্য কাউন্সিলের অফিসে পাওয়া গেলে শৃঙ্খলা কমিটি উক্ত চিকিৎসকের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ পেশ করিবেন।

ষষ্ঠ অংশ

বাছাই কমিটি

২৪। বাছাই কমিটি।—(১) বাছাই কমিটি কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্য হইতে কাউন্সিলের সাধারন সভায় নির্বাচিত পাঁচজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং উক্তরূপ নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে একজনকে কাউন্সিল বাছাই কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিবে।

(২) বাছাই কমিটির সভায় তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে:

(৩) বাছাই কমিটির কোন সদস্যের দায়িত্বের মেয়াদ হইবে তিন বৎসর, তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে তাঁহার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার সংগে সংগে বাছাই কমিটির সদস্য হিসাবেও তাঁহার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে।

২৫। বাছাই কমিটির কার্যাবলী।—বাছাই কমিটির কার্যাবলী হইবেঃ—

(ক) ধারা ১৪ এর উপধারা (১) এর আওতায় প্রাইভেট চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের চিকিৎসা বিষয়ক পরীক্ষা পাশ সার্টিফিকেট ধারীদের নিবন্ধন অনুমোদনের জন্য কাউন্সিলে পেশকৃত আবেদনসমূহ বাছাই করিয়া উহাদের গ্রহণীয়তা সম্পর্কে মতামত দান করা;

(খ) নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে পাস সার্টিফিকেট লাভ করার জন্য যে সকল পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষায় অংশ নেওয়া হয় সে সকল পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা সম্পর্কে, প্রয়োজনবোধে, প্রয়োজনীয় তথ্য, রেকর্ড ও প্রমাণাদি তলব করা; এবং

(গ) ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় পাস সার্টিফিকেটধারীদের আবেদনপত্র-সমহ বাছাই হইতে উদ্ভূত অন্য যে কোন বিষয় বিবেচনা করা এবং নিবন্ধনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য কাউন্সিলের নিকট প্রতিবেদন পেশ করা।

২৬। বাছাই কমিটির কার্যক্রম।—(১) বাছাই কমিটি প্রবিধান ২৫(ক) এর উদ্দেশ্যে কোন আবেদনকারীকে উহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার অথবা আবেদনপত্রের সমর্থনে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করিবার জন্য তলব করিতে পারিবে, যদি কমিটি এইরূপ ব্যক্তিগত উপস্থিতি বা প্রমাণ উপস্থাপনের বিষয় প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে।

(২) বাছাই কমিটি বাছাই কার্য শেষ করার পর নিবন্ধন প্রদান করা যায় কিনা এই মর্মে উহার মতামত প্রতিটি আবেদনপত্রে রেকর্ড করিবেন।

২৭। নিবন্ধন প্রদান।--(১) যদি বাছাই কমিটি কোন আবেদনকারীকে নিবন্ধন প্রদানের পক্ষে প্রবিধান ২৬ এর অধীনে মতামত প্রদান করে তাহা হইলে আবেদনকারী কর্তৃক অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ করিবার পর নিবন্ধক আবেদনকারীর নাম নিবন্ধন করিয়া যথাযথ ফরমে তাহাকে নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন;

(২) যদি বাছাই কমিটি মতামত না দেয়, তাহা হইলে বিষয়টি কাউন্সিলের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং বিষয়টির উপর কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

সপ্তম অংশ

নিবন্ধনকৃত চিকিৎসকগণের নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত

২৮। প্রত্যেক শ্রেণীর নিবন্ধনকৃত চিকিৎসকদের জন্য পৃথক নিবন্ধন বহি।--(১) প্রত্যেক শ্রেণীর নিবন্ধনকৃত চিকিৎসকদের জন্য পৃথক ক্রমিক সংখ্যাসহ সংশ্লিষ্ট ফরমে একটি নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) আবেদনকারীদের আবেদনে প্রদত্ত ক্রম অনুসারে নিবন্ধন সংখ্যা দেওয়া হইবে। এই সংখ্যায় ক্রম শুরু হইবে ১ হইতে এবং প্রত্যেক ক্রমিক সংখ্যার পূর্বে বড় অক্ষরে ক্ষেত্রমত "ক", "খ", "গ", "ঘ", "ঙ" বা "চ" সংযুক্ত হইবে এবং এই নিবন্ধন সংখ্যা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের নিবন্ধন সার্টিফিকেট ও যথাযথ নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ করা হইবে। অধিকন্তু প্রত্যেক নিবন্ধনকৃত চিকিৎসকের যোগ্যতা ও ঠিকানার ভবিষ্যৎ সংযোজন ও পরিবর্তনের জন্য নিবন্ধন বহিতে পর্যাপ্ত স্থান রাখিতে হইবে।

২৯। প্রতিপাদন।--নিবন্ধন বহির প্রতিটি পৃষ্ঠা নিবন্ধকের স্বাক্ষর দ্বারা প্রতিপাদিত হইবে।

৩০। ফিস।--নিবন্ধক আইনের আওতায় প্রদেয় সকল নিবন্ধন ফিস গ্রহণ করিবেন এবং উহা কাউন্সিলের যথাযথ হিসাবে জমা দিবেন।

অষ্টম অংশ

অনুসন্ধান পদ্ধতি

৩১। অসদাচরণ, ইত্যাদির অভিযোগ।--(১) নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারী অথবা ইতিমধ্যে নিবন্ধনকৃত এমন কোন চিকিৎসক বা দন্ত চিকিৎসক বা চিকিৎসা সহকারী বা পল্লী চিকিৎসক বা স্বীকৃত দন্ত চিকিৎসক পেশা জীবনে দৃশ্যতঃ কোন অসদাচরণের দোষে দোষী অথবা মানসিক অসুস্থতা, চারিত্রিক দোষ অথবা অন্য কোন কারণে তাহার পেশায় নিজেকে অযোগ্য বা অসমর্থ হিসাবে প্রমাণ করিয়াছেন এই মর্মে যদি কোন ব্যক্তির নিকট

নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থাকে তাহা হইলে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে উক্ত কারণ বিস্তারিতভাবে উল্লেখপূর্বক, লিখিতভাবে নিবন্ধকের নিকট অভিযোগ করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত লিখিত অভিযোগে অভিযোগকারীর দস্তখত বা টিপসহিসহ তাঁহার পূর্ণ নাম ও ঠিকানা থাকিতে হইবে এবং অভিযোগের কারণ সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অবহিত কিনা তাহা এবং অভিযোগে বর্ণিত তথ্য যদি অভিযোগকারীর ব্যক্তিগত অবগতির মধ্যে না থাকে তাহা হইলে সেই তথ্যের উৎস এবং কেন সেই তথ্য অভিযোগকারীর নিকট বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হইয়াছে তাহার কারণ যথার্থ ও সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, অন্যথায় অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে অভিযোগ হইতে প্রাপ্ত তথ্য এবং তৎসম্পর্কে পরবর্তী প্রাপ্ত তথ্য, যদি কিছু থাকে তৎসম্পর্কে নিবন্ধক একটি সার সংক্ষেপ প্রস্তুত করিবেন।

৩২। ব্যাখ্যা, শাস্তি ইত্যাদি।—(১) অভিযোগকারীর অভিযোগ এবং তৎসম্পর্কে পরবর্তীতে প্রাপ্ত তথ্য সম্বলিত সার-সংক্ষেপ এবং সকল কাগজ পত্র নিবন্ধক কর্তৃক পরীক্ষিত হইবার পর তিনি চিকিৎসক বা দন্ত চিকিৎসক বা চিকিৎসা সহকারী বা পল্লী চিকিৎসক বা স্বীকৃত দন্ত চিকিৎসককে রেজিস্ট্রীকৃত পত্রের মাধ্যমে ও পত্রটি প্রাপ্তির পনর দিনের মধ্যে অভিযোগটি সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত পনর দিন অতিবাহিত হইবার পর, অভিযোগের ব্যাখ্যা সম্বলিত কাগজপত্র, যদি কিছু পাওয়া যায়, বিবেচনার জন্য শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রেরণ করা হইবে এবং শৃঙ্খলা কমিটি যদি মনে করে যে অভিযোগের বিষয়টির তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে তদন্ত কাজ চালাইবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবন্ধককে নির্দেশ দিবেন।

(৩) শৃঙ্খলা কমিটি তদন্ত শেষে ইহার মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট পেশ করিবে এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশ কাউন্সিলের নিকট পেশ করা হইবে।

৩৩। বিজ্ঞপ্তি।—(১) প্রবিধান ৩২(২) এর অধীন নির্দেশ প্রাপ্তির পর নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বা দন্ত চিকিৎসক বা সহকারী বা পল্লী চিকিৎসক বা স্বীকৃত দন্ত চিকিৎসকের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় ফরম নম্বর ২এ একটি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিবেন। বিজ্ঞপ্তিটিতে অভিযোগের প্রকৃতি ও বিবরণের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা থাকিবে, শৃঙ্খলা কমিটি অভিযোগ সম্পর্কে যেই তারিখে ব্যবস্থা নিতে চাহেন সেই তারিখ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জানাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক লিখিতভাবে অভিযোগের জবাব দেওয়ার এবং উক্ত তারিখে শৃঙ্খলা কমিটির নিকট উপস্থিত হইবার জন্য তাহাকে তলব করার কথা উল্লেখ থাকিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রদানকালে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, ফরম নং ২এ কিছু প্রয়োজনীয় রদবদল করা যাইবে। তবে বিজ্ঞপ্তিটি অভিযোগ শুনানীর অন্ততঃ পক্ষে একুশদিন পূর্বে প্রেরণ করিতে হইবে এবং একই সময়ে উহার একটি প্রতিলিপি অভিযোগকারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির পর অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের উদ্দেশ্যে তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার বৈধ প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত অনুরোধক্রমে অপর পক্ষ কর্তৃক বা তাঁহার পক্ষ হইতে কাউন্সিলে প্রেরিত

বা প্রদত্ত অভিযোগ, ব্যাখ্যা, জবাব অথবা অন্য যে কোন দলিলের প্রতিলিপি পাইবার যোগ্য হইবেন এবং নিবন্ধক তাঁহাকে উক্ত প্রতিলিপি সরবরাহ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ শুনানীকালে উক্ত প্রতিলিপি তদন্ত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত অভিযোগের সমর্থনে বা জবাবে যথার্থ প্রমাণের ভিত্তিতে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

৩৪। সময় বৃদ্ধির বা তদন্ত সম্পর্কিত অন্য কোন আবেদন।—প্রবিধান ৩৩(৩) এ উল্লিখিত প্রতিলিপি না পাওয়ার বা বিলম্বে পাওয়ার অথবা অন্য কোন কারণে তদন্তের জন্য নির্ধারিত তারিখ বা সময় বৃদ্ধির জন্য অথবা তদন্ত সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে কোন অভিযুক্ত চিকিৎসক বা দন্ত-চিকিৎসক বা চিকিৎসা সহকারী বা স্বীকৃত দন্ত-চিকিৎসক আবেদন করিলে নিবন্ধক তৎ সম্পর্কে তাহার বিবেচনার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩৫। দলিলপত্র।—অভিযোগের প্রমাণ হিসাবে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র কমিটিতে পেশ করিতে হইবে সেইগুলি টাইপকৃত বা ফটোস্ট্যাটকৃত হইতে হইবে এবং সেইগুলির সত্যায়িত প্রতিলিপি অভিযোগের শুনানীর পূর্বেই নিবন্ধক শৃঙ্খলা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৩৬। আইনজীবীর প্রতিনিধিত্ব।—শৃঙ্খলা কমিটিতে অভিযোগের শুনানীকালে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি স্ব স্ব আইনজীবীর সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৭। অভিযোগকারী স্বয়ং অথবা আইনজীবীর মাধ্যমে উপস্থিতির প্রেক্ষিতে কার্যপ্রণালী—(১) যখন অভিযোগকারী স্বয়ং অথবা আইনজীবির মাধ্যমে শুনানীর জন্য কমিটিতে উপস্থিতি হন, তখন নিবন্ধক বা তাহার প্রতিনিধি প্রবিধান ৩৩(১) এর অধীনে চিকিৎসক, দন্ত-চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, অথবা কোন স্বীকৃত দন্ত-চিকিৎসকের নিকট প্রেরিত তদন্তের বিজ্ঞপ্তি শৃঙ্খলা কমিটিতে পাঠ করিবেন;

(২) শুনানীকালে অভিযোগকারীকে নিজে অথবা তাঁহার আইনজীবীর মাধ্যমে অভিযোগের বিষয় বর্ণনা করিতে হইবে এবং অভিযোগের সমর্থনে প্রমাণ উপস্থাপন করিতে হইবে;

(৩) চিকিৎসক, দন্ত-চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, অথবা কোন স্বীকৃত দন্ত-চিকিৎসককে নিজে কিংবা আইনজীবীর মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করিতে হইবে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি তাঁহার সাক্ষ্য প্রদানের আগে অথবা পরে শৃঙ্খলা কমিটিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া কোন বক্তব্য যদি থাকে, রাখিতে পারিবেন;

(৪) চিকিৎসক, দন্ত-চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী অথবা স্বীকৃত দন্ত-চিকিৎসক প্রমাণ বক্তব্য শেষ হইবার পর শৃঙ্খলা কমিটি উক্ত বিষয়ে আর কোন অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিবেন না;

(৫) কমিটিতে শুনানীকালে যে পক্ষ সাক্ষী হাজির করিবেন, সেই পক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমে উক্ত সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যাইবেন এবং তাঁহার সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হইলে অপর পক্ষ জেরা করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জেরা শেষ হওয়ার পর সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কমিটির লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে কোন পক্ষ স্বীয় সাক্ষীকে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৬) কমিটির সভাপতি সাক্ষ্য চলাকালে সাক্ষীকে যে কোন প্রশ্ন করিতে পারিবেন এবং কমিটির সদস্যগণও সভাপতির মাধ্যমে সাক্ষীকে যে কোন প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

৩৮। অন্যান্য অভিযোগের ক্ষেত্রে কার্য প্রণালী।—(১) যে ক্ষেত্রে কোন অভিযোগকারী নাই অথবা শুনানীকালে অভিযোগকারী বা তাঁহার আইনজীবী উপস্থিত না হন, সে ক্ষেত্রে কাউন্সিলের নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত চিকিৎসক, দন্ত-চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী বা স্বীকৃত দন্ত-চিকিৎসকের ঠিকানায় প্রেরিত তদন্তের বিজ্ঞপ্তি কমিটিতে পাঠ করিবেন এবং অভিযোগের তথ্যাদি বর্ণনা করিবেন।

(২) অতঃপর সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজে বা তাঁহার আইনজীবীর মাধ্যমে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তব্য যদি থাকে, পেশ করিবেন এবং তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করিবেন।

৩৯। শুনানীর সমাপ্তিতে কমিটির করনীয়।—শুনানী শেষ হওয়ার পর কমিটি আনীত অভিযোগের পূর্ণাংগ বিবেচনা করিবেন এবং বিবেচনা শেষে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা তাঁহার পেশাগত ক্ষেত্রে অসদাচরণের দোষে দোষী কিনা অথবা মানসিক অসুস্থতা বা চারিত্রিক দোষ বা অন্য কোন কারণে তাহার পেশা চালাইয়া যাইতে সক্ষম কিনা তাহা নির্ধারণ করিয়া শাস্তির সুপারিশ কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

৪০। কার্যনির্বাহী কমিটির করণীয়।—শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশ প্রাপ্তির পর কার্য-নির্বাহী কমিটি বিষয়টির উপর তাঁহাদের মতামত, যদি থাকে, প্রদানের পর যথাশীঘ্র কাউন্সিলের নিকট চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করিবেন।

৪১। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।—(১) কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট হইতে অভিযোগের বিষয়টি কাউন্সিলের পৌঁছার পর কাউন্সিল উহার কোন সাধারণ সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করিবেন এবং পূর্ণাংগ বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে উক্ত বিষয়ে ভোটাভুটির ব্যবস্থা করিবেন।

(২) কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যদি কাউন্সিল অভিযুক্ত চিকিৎসককে পেশাগত ক্ষেত্রে অসদাচরণের দোষে দোষী অথবা মানসিক অসুস্থতা কিংবা চারিত্রিক দোষ বা অন্য কোনো কারণে পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে কাউন্সিল ঐ ব্যক্তি যদি নিবন্ধনের জন্য প্রার্থী হইয়া থাকেন, তবে তাহার নাম নিবন্ধিত না করিতে নিবন্ধককে নির্দেশ দিবেন, আর যদি তিনি ইতিমধ্যেই একজন নিবন্ধিত চিকিৎসক, দন্তচিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী বা কোন স্বীকৃত দন্তচিকিৎসক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কাউন্সিল তাহার নাম এইরূপ চিকিৎসকের নিবন্ধন বহি হইতে বাতিল করিবার জন্য অথবা তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য অথবা তাহার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করিবার জন্য নিবন্ধককে নির্দেশ দিবেন।

(৩) এই প্রবিধানমালার অধীনে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তাহাকে অবহিত করার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে শৃঙ্খলা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যক্রম নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। তবে এইরূপ ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কাউন্সিলের নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হইবেন।

৪২। নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান ও বাতিল।—(১) যখন কোন চিকিৎসক, দন্তচিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী বা স্বীকৃত দন্তচিকিৎসকের নিবন্ধন প্রবিধান ৪১(২) এর অধীনে প্রত্যাখ্যান করা হয় অথবা বাতিল করা হয়, তখন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, দন্ত-চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী বা স্বীকৃত দন্ত-চিকিৎসকের সর্বশেষ জানা ঠিকানায় রেজিষ্ট্রিকৃত পত্রের মাধ্যমে নিবন্ধক অবিলম্বে এইরূপ প্রত্যাখ্যান বা বাতিল সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিবেন।

(২) যে প্রতিষ্ঠান বা যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে উক্ত চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী বা স্বীকৃত দন্ত চিকিৎসক তাঁহার ডিগ্রী/শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়াছেন সেই প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহকেও কাউন্সিলের নিবন্ধক অবিলম্বে এইরূপ প্রত্যাখ্যান বা বাতিল সম্পর্কে পত্র দ্বারা অবহিত করিবেন, এবং কাউন্সিলের পূর্বানুমতি ব্যতীত নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন কোন পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার ব্যাপারেও অনুমতি না দেওয়ার জন্য নিবন্ধক দেশের সমগ্র চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুরোধ জানাইবেন।

(৩) প্রবিধান ৪১(২) এর অধীনে অভিযুক্ত চিকিৎসকের নাম, নিবন্ধক কাউন্সিলের পক্ষে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিবন্ধন বহি হইতে বাতিল ঘোষণা করিবেন এবং চিকিৎসা সাময়িকীসমূহে প্রকাশের জন্য একটি করিয়া প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

নবম অংশ

পুনর্বিবেচনা

৪৩। পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদনপত্র।—নিবন্ধন বহিতে কোন চিকিৎসকের নাম, উপাধি অথবা যোগ্যতা লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে কাউন্সিল কর্তৃক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইলে তাহা পুনর্বিবেচনা করার জন্য কাউন্সিলে পেশকৃত আবেদনপত্র লিখিত আকারে হইতে হইবে এবং সেই আবেদনপত্রে উক্তরূপ লিপিবদ্ধ করার প্রকৃত কারণ, প্রাপ্ত যোগ্যতাও কোন তারিখে এবং কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এইরূপ যোগ্যতা লাভ করা হইয়াছে, সেইগুলির যথাযথ বর্ণনা থাকিবে।

৪৪। শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রেরিত আবেদনপত্র।—প্রবিধান ৪৩ এর অধীনে কোন আবেদন-পত্র গ্রহণের পর নিবন্ধক বিবেচনা ও মন্তব্যের জন্য তাহা শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রেরণ করিবেন।

৪৫। শৃঙ্খলা কমিটির ক্ষমতা।—যাচাই করিয়া দেখার জন্য আবেদনকারীর নিকট হইতে মূল ডিগ্রী, ডিপ্লোমা অথবা লাইসেন্স চাওয়ার ক্ষমতা শৃঙ্খলা কমিটির থাকিবে এবং কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে তৎক্ষমতায় কোন দালিলিক বা মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান হাজির করার জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৪৬। শৃঙ্খলা কমিটির প্রতিবেদন।—তদন্ত শেষ হইবার পর শৃঙ্খলা কমিটি কাউন্সিলে প্রতিবেদন পেশ করিবেন। উক্ত প্রতিবেদনে শৃঙ্খলা কমিটি যথার্থ কারণ উল্লেখ পূর্বক প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান করিবেন।

৪৭। কাউন্সিল কর্তৃক পুনর্বিবেচনা।—(১) শৃঙ্খলা কমিটির প্রতিবেদনসহ পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্তির পর নিবন্ধক আবেদনপত্র, শৃঙ্খলা কমিটির প্রতিবেদন এবং অভিযোগের বিষয় সংক্রান্ত অন্যান্য সকল দলিলপত্র কাউন্সিলের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিবেন।

(২) কাউন্সিল তাহার পরবর্তী অথবা তৎপরবর্তী যে কোন সভায় পুনর্বিবেচনার আবেদনপত্র এবং শৃঙ্খলা কমিটির প্রতিবেদন, মতামত ও অন্যান্য দলিলপত্র বিবেচনা করিয়া যথাশীঘ্র সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন।

দশম অংশ

৪৮। বাতিলকৃত নামের পুনর্বহাল—(১) বহি হইতে বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, বাতিলকৃত উক্ত নামের পুনর্বহালের জন্য কোন আবেদনপত্র কাউন্সিলের পরবর্তী সাধারণ সভার পূর্ব পর্যন্ত গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) কাউন্সিলের নির্দেশক্রমে যে ব্যক্তির নাম নিবন্ধন বহি হইতে বাতিল করা হইয়াছে এবং নিবন্ধিত হইবার জন্য যাহার যোগ্যতা রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি নিম্নোক্ত উপায়ে নিবন্ধন বহিতে তাহার নাম পুনর্বহালের জন্য কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে পারিবে ঃ—

(ক) আবেদনকারীকে কারণ উল্লেখপূর্বক নিবন্ধকের উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে;

(খ) আবেদন পত্রের সহিত—

(এক) আবেদনকারী কর্তৃক ঘটনার বিবরণ এবং তিনি যে নিবন্ধিত হইয়াছিলেন তাহা উল্লেখপূর্বক একটি ঘোষণাপত্র, এবং

(দুই) নিম্নে বর্ণিত দলিলপত্রসমূহ আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবেঃ—

(ক) আবেদনকারীর চিকিৎসা বা দন্ত চিকিৎসা বিষয়ক, ডিগ্রী, ডিপ্লোমা অথবা লাইসেন্সের ফটোকপি;

(খ) নিবন্ধনের মূল প্রত্যায়ন পত্র;

(গ) আবেদনকারীর পরিচয় সম্পর্কে নিবন্ধিত চিকিৎসক অথবা দুইজন নিবন্ধিত দন্তচিকিৎসকের নিকট হইতে নিম্নে প্রদত্ত ফরমের আকারে প্রত্যায়নপত্র অথবা,

(ঘ) আবেদনকারী যদি বাংলাদেশের নাগরিক না হন, তাহা হইলে দুইজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা বা দুইজন আবাসিক নিবন্ধিত চিকিৎসক বা নিবন্ধিত দন্তচিকিৎসক কর্তৃক উক্ত ফরমের আকারে প্রত্যায়নপত্র;

"প্রত্যয়নপত্রের ফরম"

আমি এতদ্বারা এই মর্মে প্রত্যায়ন করিতেছি যে, উপরোক্ত আবেদনকারী.....
....এর নাম চিকিৎসক/দন্তচিকিৎসকের নিবন্ধন বহিতে নিম্নবর্ণিত ঠিকানা ও যোগ্যতাসহ অর্ন্তভুক্ত ছিল ঃ—

নাম.....

ঠিকানা.....

নিবন্ধিত যোগ্যতা.....

তারিখ.....

প্রত্যয়নকারী ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা ঃ.....

(ঙ) আবেদনকারীর পরিচয় সম্পর্কে প্রত্যায়নকারী দুইজন চিকিৎসক কর্তৃক সত্যায়িত সাম্প্রতিককালে তোলা আবেদনকারীর দুই কপি পাসপোর্ট আকারের ফটো;

(৩) আবেদনপত্রটি পাওয়ার পর কমিটি উহা বিবেচনার জন্য একটি তারিখ ধার্য করিবেন এবং যে ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে আবেদনকারীর নাম বাতিল করা হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে আবেদনপত্রটি বিবেচনার তারিখ উল্লেখপূর্বক বিবেচনার বিষয়টি নিবন্ধক একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা অবহিত করিবেন।

(৪) শৃঙ্খলা কমিটি গোপনে আবেদনপত্র বিবেচনা করিবেন এবং উপযুক্ত মনে করিলে পরবর্তী যে কোন তারিখ পর্যন্ত আবেদনপত্র সম্পর্কিত বিবেচনা মুলতবি রাখিতে পারেন অথবা আবেদনকারীর নিকট আরও সাক্ষ্যপ্রমাণ অথবা ব্যাখ্যা চাইতে পারেন।

(৫) শৃঙ্খলা কমিটি আবেদনপত্রের উপর কাউন্সিলে প্রতিবেদন পেশ করিবেন। এই প্রতিবেদনে শৃঙ্খলা কমিটি, উপযুক্ত মনে করিলে এইরূপ সুপারিশমালা অন্তর্ভুক্ত করিবেন, যাহার পক্ষে যুক্তিসংগত কারণ থাকিবে।

(৬) প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কাউন্সিল আবেদনপত্র বিবেচনা করিবেন এবং উপযুক্ত মনে করিলে, নিবন্ধন বহিতে আবেদনকারীর নাম পুনর্বহালের জন্য নির্দেশ দিবেন,এব পুনর্বহালের পর আবেদনকারী তাঁহার মূল নিবন্ধন সংখ্যা পুনরায় ফেরত পাইবেন।

(৭) যখন নিবন্ধন বহি হইতে বাতিলকৃত কোন নাম পুনর্বহাল করা হয়, তখন নিবন্ধক তাৎক্ষনিকভাবেই সেই প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমহে এইরূপ পুনর্বহালের বিষয় জানাইবেন, যেই প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে চিকিৎসক, দন্তচিকিৎসক অথবা চিকিৎসা সহকারী তাঁহার ডিগ্রী/শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছেন।

(৮) নিবন্ধক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বাতিলকৃত নাম নিবন্ধন বহিতে পুনর্বহালের ঘোষণা সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং সেই বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি প্রকাশের জন্য চিকিৎসা সাময়িকীতে প্রেরণ করিবেন।

(৯) এই প্রবিধানের অধীনে আবেদনপত্র এবং প্রত্যায়নপত্রসমূহ যথাক্রমে ৩ এবং ৪নং ফরম অনুসারে হইতে হইবে এবং এই সকল মুদ্রিত ফরম নিবন্ধক সংরক্ষণ করিবেন। নিবন্ধক এই সকল মুদ্রিত ফরম আগ্রহী আবেদনকারীগণের মধ্যে বিতরণ করিবেন।

একাদশ অংশ

সভাপতি ও সহ-সভাপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব, নিবন্ধন ফী ও হিসাব রক্ষণ

৪৯। সভাপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব।—আইন ও এই প্রবিধান মালায় যেরূপ ক্ষমতা এবং দায়িত্বের বিষয় বর্ণিত আছে, সভাপতি সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

৫০। সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কার্যকাল।—(১) যদি সভাপতির পদ শূন্য থাকে অথবা কোন কারণে সভাপতি যদি ক্ষমতা প্রয়োগে বা দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন তাহা হইলে সহ-সভাপতি তাহার স্থলে কাজ করিবেন এবং সভাপতির ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) সহ-সভাপতি তিন বৎসর সময়কালের জন্য অথবা পরবর্তী সহ-সভাপতি দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত, যাহাই দীর্ঘতর হয়, দায়িত্ব পালন করিবেন।

৫১। নিবন্ধন ফী।—(১) এই প্রবিধানমালার অধীনে কোন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ধার্য ফী এর হার নিম্নরূপ হইবেঃ—

যে সকল বিষয়ে ফী দিতে হইবে—	টাকা
(ক) সাময়িক নিবন্ধনের জন্য	২০০·০০
(খ) গ্রাজুয়েট চিকিৎসক ও দন্তচিকিৎসক এবং লাইসেন্সধারীদের পুনর্নিবন্ধনের জন্য।	৫০০·০০
(গ) চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা পাস সার্টিফিকেট ধারীদের (১৪ ধারার আওতায়) মূল নিবন্ধনের জন্য।	২০০·০০
(ঘ) ভূতপূর্ব চিকিৎসা কাউন্সিলে যাহারা নিবন্ধিত হইয়াছিলেন সেই সকল চিকিৎসক ও দন্ত চিকিৎসকের নিবন্ধনের জন্য।	১০০·০০
(ঙ) পূর্বেকার ভুক্তির বিকল্প বা সংযোজন হিসাবে প্রত্যেক উপাধি বা যোগ্যতার অন্তর্ভুক্তির জন্য।	২০০·০০
(চ) সু-প্রতিষ্ঠা সার্টিফিকেটর জন্য	৫০০·০০
(ছ) দণ্ডমূলক কারণে বাতিলকৃত কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক বা নিবন্ধিত দন্তচিকিৎসক বা চিকিৎসা সহকারী বা পল্লীচিকিৎসক বা স্বীকৃত দন্ত-চিকিৎসকের নাম রেজিস্টারে পুনর্ভুক্তি (আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে)।	২৫০·০০
(জ) প্রত্যেক ছয় মাসের জন্য বিদেশী নাগরিকদের চিকিৎসা ও দন্ত-চিকিৎসা বিষয়ক যোগ্যতার ক্ষেত্রে সাময়িক নিবন্ধন।	১,০০০·০০
(ঝ) বিদেশী নাগরিকদের প্রত্যেকটি অতিরিক্তি চিকিৎসা ও দন্ত-চিকিৎসা যোগ্যতার ক্ষেত্রে ভুক্তির জন্য।	১,০০০·০০
(ঞ) দ্বিতীয় সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য	৫০০·০০
(ট) শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী নয় এমন দন্ত চিকিৎসকদের জন্য।	১০০·০০
(ঠ) চিকিৎসা সহকারীদের নিবন্ধনের জন্য [১৪(২) ধারার আওতায়]।	৩০০·০০
(ড) প্রত্যেক ৫ বৎসর পর সকল চিকিৎসক ও দন্ত চিকিৎসকের জন্য নবায়ন ফী —	
এম বি বি এস/বি ডি এস ডিগ্রীধারীদের জন্য	২৫০·০০

	টাকা
ন্যাশনাল চিকিৎসা স্কুল পাস সার্টিফিকেটধারীদের জন্য	১৫০·০০
শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী নয় এমন দন্তচিকিৎসকেরদের জন্য।	
(ঘ) সাময়িক নিবন্ধন সার্টিফিকেট হারানোর জন্য জরিমানা	১৫০·০০

(২) কাউন্সিল উহার সাধারণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রস্তাব গ্রহণ-পূর্বক সময় সময় উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত ফীস পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৫২। চিকিৎসক ও দন্ত চিকিৎসকদের নিবন্ধন নবায়নের পদ্ধতি—(১) প্রত্যেক নিবন্ধিত চিকিৎসক ও দন্ত চিকিৎসক তাঁহার নিবন্ধন ভুক্তির তারিখ হইতে ৫ বৎসর শেষ হইবার পর অথবা তাঁহার প্রত্যেকটি নবায়নের তারিখ হইতে ৫ বৎসরের মেয়াদ শেষ হইবার পর চিকিৎসা অথবা দন্ত চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন বহিতে তাঁহার নাম নবায়নের জন্য কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিবেন।

(২) আবেদনকারীকে মূল নিবন্ধন সার্টিফিকেট এবং পুনর্নিবন্ধন ফী অথবা কাউন্সিল কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হইতে পারে এমন ফীসহ কাউন্সিল কর্তৃক নির্দিষ্ট ফরমে নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(৩) নগদ অথবা ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে অর্ডারের মাধ্যমে ফী পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) আবেদনপত্র গ্রহণের পর কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধন সার্টিফিকেটের অপর পৃষ্ঠে নবায়নের বিষয়টি রেকর্ড করিতে হইবে এবং উহা নিবন্ধকের নিকট জমা থাকিবে।

অতঃপর আবেদনকারীর বরাবরে একটি পৃথক নূতন সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সার্টিফিকেটে নবায়নের বিষয় উল্লেখ থাকিবে।

(৫) নবায়নক্রমে পৃথক সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি নিবন্ধন বহিতে রেকর্ড করিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেক ৫ বৎসর পর চিকিৎসক ও দন্ত চিকিৎসকদের নিবন্ধন বহি ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে হইবে।

(৭) যদি কোন চিকিৎসক বা দন্ত চিকিৎসক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নবায়নের জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে নিবন্ধক এই মর্মে তাঁহাকে জানাইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিবেন যে, বিজ্ঞপ্তির এক মাসের মধ্যে তিনি নবায়নের জন্য আবেদনপত্র ও নির্দিষ্ট ফী প্রেরণ না করিলে তাঁহার নাম বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের নিবন্ধন বহি হইতে বাতিল করিয়া দিবেন।

(৮) উপ-প্রবিধান (৭) এর বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা বা দন্তচিকিৎসকের নিকট হইতে কোন উত্তর পাওয়া না গেলে নিবন্ধক তাঁহার নাম নিবন্ধন বহি হইতে বাতিল করিয়া দিবেন।

৫৩। আয় এবং ব্যয়ের বার্ষিক বিবরণী।—প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসে নিবন্ধক পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের সকল ফী হইতে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং সেই বিবরণী কাউন্সিলের বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।

৫৪। নিবন্ধকের স্থায়ী অগ্রিম।—চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্য নিবন্ধককে প্রত্যেক মাসে ৫০০ টাকা স্থায়ী অগ্রিম দেওয়া হইবে।

৫৫। নিবন্ধকের আর্থিক ক্ষমতা।—৫০০ টাকা মূল্যের অতিরিক্ত নয়, এমন কোন দ্রব্য ক্রয় করার ব্যাপারে নিবন্ধকের ক্ষমতা থাকিবে। সভাপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন বিষয়ে ৫০০ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় করা যাইবে না এবং ৫০০ টাকার অতিরিক্ত, মূল্যের কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে না।

৫৬। বার্ষিক হিসাব।—সভাপতির নির্দেশক্রমে নিবন্ধক বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করিবেন।

৫৭। ক্যাশ বহিতে অন্তর্ভুক্তি।—কাউন্সিল কর্তৃক প্রাপ্ত অথবা ব্যয়িত যে কোন অর্থ নিবন্ধক তাৎক্ষণিকভাবে সাধারণ ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৫৮। হিসাব নিরীক্ষা।—কাউন্সিলের বার্ষিক হিসাব প্রত্যেক বৎসরে নির্দিষ্ট তারিখে কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক বা নিরীক্ষকদের দ্বারা অন্ততঃপক্ষে একবার নিরীক্ষিত হইতে হইবে।

৫৯। চেক স্বাক্ষর।—কাউন্সিলের ব্যয়ের সকল চেক কোষাধ্যক্ষ এবং নিবন্ধক কর্তৃক যৌথভাবে স্বাক্ষরিত হইবে। কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে এই উদ্দেশ্যে সভাপতি এবং নিবন্ধক কর্তৃক যৌথভাবে চেক স্বাক্ষরিত হইবে।

৬০। ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা।—কাউন্সিল এবং ইহার কমিটিসমূহের সভায় যোগদানের জন্য বেসরকারী সদস্যদেরকে কাউন্সিল ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতাদি প্রদান করিবেন এবং সরকারী সদস্যগণ কাউন্সিল ও ইহার কমিটিসমূহের সভায় যোগদানের জন্য তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা অনুযায়ী ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতাদি পাইবেন। এই প্রবিধান অনুসারে বেসরকারী সদস্যগণ প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

দ্বাদশ অংশ

নিবন্ধিত চিকিৎসক, নিবন্ধিত দন্তচিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী ও পল্লী চিকিৎসক প্রভৃতির নিবন্ধন বহির রক্ষণাবেক্ষণ।

৬১। নিবন্ধন বহির রক্ষণাবেক্ষণ।—(১) কাউন্সিল যথাক্রমে ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ফরমসমূহে নিবন্ধিত চিকিৎসক, নিবন্ধিত দন্তচিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, পল্লী চিকিৎসক ও স্বীকৃত দন্তচিকিৎসকদের নিবন্ধন বই রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং নিবন্ধক এই আইনের আওতায় নিবন্ধিত সকল ব্যক্তির নাম তাঁহাদের প্রত্যেকের ঠিকানা, নিয়োগ এবং প্রতিটি ডিগ্রী প্রদানের তারিখসহ নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত করিবেন। যে ক্রমানুসারে নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্রসমূহ গ্রহণ করা হইয়াছিল, সেই ক্রমানুসারেই নামগুলি নিবন্ধন বহিতে নিবন্ধিত হইবে।

(২) নিবন্ধক সময়ে সময়ে নিবন্ধিত চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, পল্লী চিকিৎসক অথবা স্বীকৃত দন্তচিকিৎসকের নিবন্ধিত ঠিকানা, নিয়োগ এবং নিবন্ধিত যোগ্যতার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন বহিতে সকল প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবেন এবং যদি জানা যায় যে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার নাম নিবন্ধন বই হইতে অবশ্যই বাতিল করিবেন।

(৩) নিবন্ধক কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক, নিবন্ধিত দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, পল্লী চিকিৎসক বা স্বীকৃত দন্তচিকিৎসককে পেশা হইতে বিরত রহিয়াছেন কিনা অথবা তাঁহার বাসস্থান বা কর্মস্থলের ঠিকানা পরিবর্তীত হইয়াছে কিনা সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রসহ নিবন্ধিত ডাকযোগে পত্র পাঠাইবেন, এবং এই পত্র প্রেরণের ছয় মাসের মধ্যে যদি কোন জবাব না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কাউন্সিল এইরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত চিকিৎসক, নিবন্ধিত দন্ত চিকিৎসক বা চিকিৎসা সহকারী বা পল্লী চিকিৎসক বা স্বীকৃত দন্ত চিকিৎসকের নাম নিবন্ধন বহি হইতে বাতিল করিতে পারিবেন।

৬২। নিবন্ধক কর্তৃক নিবন্ধন বই স্বাক্ষরা—প্রবিধান ৬১ এর অধীনে সংরক্ষিত নিবন্ধন বহিসমূহের প্রত্যেকটি পাতায় প্রতিটি নামের পার্শ্বে নিবন্ধকের সীলসহ স্বাক্ষর থাকিবে।

ত্রয়োদশ অংশ

নিবন্ধিত চিকিৎসক ও দন্ত চিকিৎসকদের বার্ষিক তালিকা

৬৩। নিবন্ধিত চিকিৎসক ও দন্ত চিকিৎসকদের বার্ষিক তালিকা—(১) নিবন্ধিত চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী ও পল্লী চিকিৎসকদের বার্ষিক তালিকা প্রত্যেক বৎসর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ও নির্ভুলভাবে সংশোধন করিতে হইবে এবং সেই তালিকা যথাশীঘ্র সম্ভব পরবর্তী বৎসরে নিবন্ধক কর্তৃক প্রকাশিত হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর আওতায় প্রকাশিত বার্ষিক তালিকায় নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ঃ—

(ক) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা;

(খ) পূর্ববর্তী বৎসরে নিবন্ধনের মাধ্যমে সংযোজিত ব্যক্তিদের সংখ্যা;

(গ) নিবন্ধন বইসমূহে পুনর্বাহালকৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা;

(ঘ) আইনের যে বিধান অনুযায়ী নাম বাতিল করা হইয়াছে, সেই বিধান উল্লেখপূর্বক নিবন্ধন বহি হইতে বাতিলকৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা; এবং

(ঙ) মৃত্যুর কারণে নিবন্ধন বহি হইতে বাতিলকৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা।

(৩) বার্ষিক তালিকা এই প্রবিধানমালার সংযোজিত ফরম ১০এ হইতে হইবে এবং এই তালিকা নিবন্ধিত চিকিৎসক ও দন্ত চিকিৎসকদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যাইবে।

চতুর্দশ অংশ

নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র

৬৪। প্রত্যয়নপত্রের জন্য আবেদন।—(১) এই প্রবিধানমালার অধীনে প্রত্যেক চিকিৎসক, দন্তচিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী বা পল্লী চিকিৎসককে কাউন্সিলের নিবন্ধন বহিতে নিজ নিজ নাম যথাসময়ে নিবন্ধনক্রমে প্রত্যয়নপত্র লাভ করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত প্রত্যেক আবেদনপত্রে নিম্নে বর্ণিত তথ্যাবলীর উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) আবেদনকারীর চিকিৎসা শাস্ত্রে বা দন্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রী কিংবা আইনের তফসিল অথবা ১১ ও ১৪ ধারায় উল্লেখিত যে কোন যোগ্যতা বা প্রত্যয়নপত্র সম্পর্কে ঘোষণা;

(খ) যে ডিগ্রী বা প্রত্যয়নপত্রের উপর নিবন্ধিত হইবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে, উহা অর্জনের তারিখ, এবং

(গ) আবেদনকারী পূর্বে কোন চিকিৎসা আইনের অধীনে নিবন্ধিত হইয়া থাকিলে সেই নিবন্ধনের তারিখ ও সংখ্যা এবং যে ডিগ্রী বা যোগ্যতার ভিত্তিতে পূর্বে নিবন্ধিত হইয়াছিল, উহার বিবরণ।

(৩) আবেদনকারী তাঁহার পূর্ববর্তী নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করিবেন।

(৪) যদি নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র গৃহীত হয়, তাহা হইলে আবেদনকারী প্রবিধান ৫১-তে বর্ণিত প্রয়োজনীয় ফী প্রদান করিবেন।

(৫) আবেদনকারী কর্তৃক উপ-প্রবিধান (৪) মোতাবেক ফী প্রদানের পর তাঁহার নাম, ঠিকানা ও যোগ্যতার বিবরণ নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৬) উপ-প্রবিধান (৫) অনুসারে যাহার নাম নিন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাঁহাকে এই প্রবিধানমালার শেষাংশে সংযুক্ত ফরম নম্বর ১১, ১২, ১৩, ১৪ অথবা ১৫, যাহাই প্রযোজ্য হয়, অনুসারে নিবন্ধক কর্তৃক নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হইবে এবং উক্ত প্রত্যয়নপত্রে নিবন্ধিত ব্যক্তির পূর্ণ নাম, যোগ্যতার বিবরণ এবং নিবন্ধনের তারিখ উল্লেখ থাকিবে।

(৭) যদি আবেদনকারী আবেদনপত্রে উল্লেখ না করেন, তবে সাধারণতঃ বাংলা ভাষায়ই নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হইবে।

(৮) কাউন্সিল যদি কোন আবেদনকারীকে নিবন্ধিত করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে আবেদনকারী উহা পুনর্বিবেচনা করার জন্য কাউন্সিলের নিকট আবেদনপত্র পেশ করিতে পারিবেন এবং তাঁহার আবেদনের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৬৫। নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপি—নিবন্ধিত দন্ত চিকিৎসক, নিবন্ধিত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, পল্লী চিকিৎসক বা স্বীকৃত দন্ত চিকিৎসকের নিবন্ধন বহি হইতে কোন নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপির জন্য আবেদনপত্র গৃহীত হইলে

না, যদি না সেই আবেদনপত্রের সংগে প্রবিধান ৫১এ বর্ণিত ফী, আবেদনের কারণ এবং আবেদনকারী যে মল নিবন্ধিত ব্যক্তি, সেই সম্পর্কে আবেদনকারী কর্তৃক ঘোষণা, আবেদনকারীর আবেদনের যথার্থতার বিষয়ে কাউন্সিলের সন্তুষ্টির জন্য দুইজন নিবন্ধিত চিকিৎসক বা নিবন্ধিত দন্ত চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত আবেদনকারীর পরিচয়পত্র এবং দুইটি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি দাখিল করা হয়।

পঞ্চদশ অংশ

বিবিধ

৬৬। নিবন্ধন বহি হইতে স্বেচ্ছায় নাম প্রত্যাহার।—(১) নিবন্ধন বহি হইতে স্বেচ্ছায় নিজের নাম প্রত্যাহার করার জন্য নিবন্ধিত চিকিৎসক, নিবন্ধিত দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, পল্লী চিকিৎসক বা স্বীকৃত দন্তচিকিৎসকের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি আবেদনপত্রে আবেদনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা পত্র সংযোজিত করিতে হইবে যে, আবেদনকারী এমন কোন অভিযোগ সম্পর্কে অথবা কোন অভিযোগের বিষয় উত্থাপনের কারণ সম্পর্কে অবগত নন, যাহার ফলে নিবন্ধন বহি হইতে তাঁহার নাম বাতিল হইতে পারে, অথবা নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় কোন যোগ্যতা বা লাইসেন্স হইতে তিনি বঞ্চিত হইতে পারেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নিবন্ধক কর্তৃক প্রথমতঃ সেই সকল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরিত হইবে যাহারা আবেদনকারীকে ডিগ্রী বা ডিগ্রীসমূহ মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং যাহারা তাঁহার নিবন্ধন তালিকা হইতে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের নাম প্রত্যাহার সম্পর্কে বৈধ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন।

(৩) নিবন্ধক এইরূপ আবেদনপত্র কাউন্সিলের পরবর্তী সভায় উপস্থাপিত করিবেন এবং সেই সভায় উক্ত আবেদনপত্র ও তৎসংক্রান্ত আপত্তিসমূহ যদি থাকে, বিবেচনা করা হইবে। তৎপর নিবন্ধন বহি হইতে আবেদনকারীর নাম বাতিলের ব্যাপারে কাউন্সিল অনুমতি দিবেন কি না সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) নিবন্ধন বহি হইতে আবেদনকারীর নাম অপসারণের পর নিবন্ধক নিবন্ধিত ডাকযোগে আবেদনকারীর ঠিকানায় উক্তরূপ অপসারণের বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিবেন।

৬৭। কাউন্সিলের সাধারণ সীল।—(১) কাউন্সিলের সাধারণ সীল দুইটি ভিন্ন তালা-যুক্ত একটি বাক্সে রক্ষিত থাকিবে। একটি তালার চাবি সভাপতির হেফাজতে থাকিবে এবং অপরটির চাবি নিবন্ধকের হেফাজতে থাকিবে।

(২) কেবলমাত্র কাউন্সিলের আদেশে অথবা যখন কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত না হয়, তখন সভাপতির আদেশে সীল লাগাইতে হইবে।

(৩) সীল লাগানোর যে কোন আদেশে সীল ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা থাকিবে এবং সেই আদেশ কাউন্সিলের কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৬৮। চিকিৎসা বা দন্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে তথ্য সম্বলিত বিবরণ।—(১) যে ক্ষেত্রে আইনের ১৭ ধারার বিধান মোতাবেক কোন চিকিৎসা বা দন্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, যাহা আইনের তফসিলে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বা অন্তর্ভুক্ত হইতে ইচ্ছুক, সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ হইতে কাউন্সিল কোন তথ্য সম্বলিত বিবরণ পাওয়া প্রয়োজন মনে করেন, সেই ক্ষেত্রে নিবন্ধক এইরূপ বিবরণ প্রাপ্তির অন্ততঃপক্ষে এক মাস পূর্বে সেই প্রতিষ্ঠানকে বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিবেন।

(২) আইনের তফসিলে বর্ণিত বাংলাদেশের চিকিৎসা ও দন্তচিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রত্যেক বৎসর জানুয়ারী মাসে কাউন্সিলের নিকট কাউন্সিল কর্তৃক নির্দিষ্ট ফরমে পূর্ববর্তী বৎসরের পরীক্ষাসমূহের ফলাফল সম্বলিত বিবরণ প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানাইতে হইবে।

(৩) ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, লাইসেন্স বা যোগ্যতা প্রদানকারী প্রত্যেক চিকিৎসা ও দন্ত-চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধক সেই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত আসন্ন যোগ্যতা নির্ধারণী পরীক্ষাসমূহের তারিখ ও সময় এবং ব্যবস্থা করা যাইতে পারে এইরূপ কোন সম্পূরক (সাপ্লিমেন্টারী) পরীক্ষার তারিখ ও সময় কাউন্সিলকে জানানোর জন্য প্রত্যেক বৎসর অনুরোধ জানাইবেন।

(৪) বাংলাদেশের সকল চিকিৎসা ও দন্ত চিকিৎসা এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রতিষ্ঠান-সমূহের নতুন ভর্তিপ্রাপ্ত চিকিৎসা ও দন্ত চিকিৎসা ছাত্র ও ছাত্রীগণকে ভর্তির পর পরই কলেজ বা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মাধ্যমে কাউন্সিলে মাথাপিছু ২০ টাকা পরিশোধ করিয়া বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলে নিবন্ধিত করিতে হইবে।

৬৯। পরিদর্শকবৃন্দ।—(১) আইনের ১৮ ধারার অধীনে নিযুক্ত পরিদর্শক সভাপতির নিকট হইতে লিখিতভাবে পরিষদের সীলের অধীনে আনুষ্ঠানিক কমিশন লাভ করিবেন।

(২) চিকিৎসা ও দন্তচিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক এবং পর্যাপ্ত শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে পরিদর্শকবৃন্দ নিয়োজিত হইবেন।

(৩) পরিদর্শকগণ কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না, তবে তাঁহাকে প্রবিধান ৬০ অনুযায়ী ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রদান করা হইবে।

৭০। পরিদর্শকের প্রতিবেদন।—(১) পরিদর্শনের চার সপ্তাহের মধ্যে পরিদর্শিত প্রত্যেকটি পরীক্ষার উপর পরিদর্শক কর্তৃক প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে এবং পরিদর্শক প্রয়োজন মনে করিলে নির্বাহী কমিটির অবগতির জন্য সেই পরীক্ষা সম্পর্কিত বিবরণ ও মতামত প্রতিবেদনে সংযুক্ত করিবেন।

(২) প্রত্যেক পরীক্ষা চলাকালে যে কয় দিন ও ঘন্টা পরিদর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন, সেই কয় দিন ও ঘন্টার, এবং প্রতিদিনের পরীক্ষাসমূহের অংশ বা ভাগ সম্পর্কিত একটি বিবরণ সংক্ষিপ্ত ডায়রীর আকারে পরিদর্শকগণ তাঁহাদের প্রতিবেদনে সংযুক্ত করিবেন।

(৩) পরিদর্শকদের প্রতিবেদন প্রস্তুত হওয়ার পর তাহা নির্বাহী কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে। পরে নির্বাহী কমিটি প্রতিবেদনটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য উহার মতামতসহ কাউন্সিলে পেশ করিবেন। পরিদর্শকদের প্রতিবেদন প্রামাণিক বা নির্ভরযোগ্য দলিল হিসাবে নিবন্ধক কর্তৃক সংরক্ষিত হইবে।

৭১। দলিলাদির পরিদর্শন ও হেফাজত।—(১) নিম্নে বর্ণিত যে কোন শর্ত সাপেক্ষে কাউন্সিলের যে কোন সদস্য যে কোন দলিল পরিদর্শন করিতে পারিবেন যথাঃ—

(ক) পরিদর্শনের জন্য নিবন্ধককে স্পষ্টভাবে ন্যূনতম তিন দিনের লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিতে হইবে। কাউন্সিলের সভা চলাকালে যে কোন পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া যাইবে না; তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কাউন্সিল সঙ্গত মনে করিলে অনুমতি দিতে পারেন;

(খ) যে সকল দলিলের পরিদর্শন প্রয়োজন, সেই সকল দলিলের মূল বিষয় বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণনা করিতে হইবে ;

(গ) যদি কাউন্সিলের আইন উপদেষ্টাগণের ব্যবহারের জন্য উক্ত দলিলাদির প্রয়োজন থাকে, তবে পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া যাইবে না;

(ঘ) যে দলিলগুলি পরিদর্শন করা হইবে, সেইগুলি কাউন্সিলের প্রাংগান হইতে বাহিরে নেওয়া যাইবে না; এবং

(ঙ) পরিদর্শনকৃত সকল দলিল এবং সেইগুলি হইতে প্রাপ্ত সকল তথ্য অত্যন্ত গোপনীয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(২) সকল দলিলের নিরাপদ হেফাজতের জন্য নিবন্ধক দায়ী থাকিবেন।

(৩) অফিস চলাকালে দলিলাদির পরিদর্শনের সুবিধার্থে নিবন্ধক দলিলগুলি কালানুক্রমিক বা অন্য কোন পদ্ধতিতে সাজাইয়া রাখিবেন।

৭২। বাজেট প্রণয়ন।—(১) প্রত্যেক বৎসর ডিসেম্বর মাসে পরবর্তী অর্থ বৎসরের জন্য কাউন্সিলের আয় ও ব্যয়ের একটি প্রাক্কলিত হিসাব কাউন্সিলে পেশ করিতে হইবে।

(২) এইরূপ আয় ও ব্যয়ের পেশকৃত প্রাক্কলিত হিসাব কাউন্সিল বিবেচনা করিবেন এবং উপযুক্ত মনে করিলে এইরূপ হিসাব অপরিবর্তীত রাখিয়া অথবা পরিবর্তন করিয়া অনুমোদন করিবেন।

(৩) যে অর্থ বৎসরের জন্য বাজেট প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়, সেই অর্থ বৎসরের যে কোন সময়ে কাউন্সিল একটি সম্পূরক প্রাক্কলন হিসাব প্রণয়ন ও পেশের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। এইরূপ প্রত্যেকটি সম্পূরক প্রাক্কলন মূল বার্ষিক প্রাক্কলনের মতই কাউন্সিল কর্তৃক বিবেচিত ও অনুমোদিত হইবে। মূল বাজেটে বা সম্পূরক বাজেটে যথাযথভাবে প্রাক্কলিত হয় নাই এইরূপ ব্যয় কাউন্সিল বহন করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অন্যান্য ব্যয়ের খাত হইতে যদি একই পরিমাণ সঞ্চয় প্রত্যাশা করা হয়, এবং কাউন্সিলের পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য এইরূপ জরুরী ব্যয়ের বিষয়টি উপস্থাপিত করা দরকার হয়, তখন নির্বাহী কমিটির সম্মতিক্রমে যে কোন একটি খাতের জন্য অনুমোদিত ব্যয়ের অতিরিক্ত জরুরী ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সভাপতিকে ক্ষমতা প্রদান করা যাইবে।

ফরম-১

[প্রবিধান ২৮(১) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল

নিবন্ধিত ন্যাশনাল চিকিৎসকদের নিবন্ধন বই

নিবন্ধনের ক্রমিক সংখ্যা।	নিবন্ধনের তারিখ।	নিবন্ধিত ন্যাশনাল চিকিৎসকের পূর্ণ নাম।	নিবন্ধিত ন্যাশনাল চিকিৎসকের ঠিকানা।	তারিখসহ শিক্ষাগত যোগ্যতা।	নিবন্ধিত ন্যাশনাল চিকিৎসকের নাম নিবন্ধন বই হইতে অপসারণের কারণ ও তারিখ।
১	২	৩	৪	৫	৬

ফরম-২

[প্রবিধান ৩৩(১) দ্রষ্টব্য]

১৯৮০ সালের (১৯৮০ সালের ১৬ সংখ্যক) মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইনের ২৮ ধারার আওতায় তদন্ত সম্পর্কিত অভিযোগের ব্যাপারে উপস্থিত হওয়ার জন্য চিকিৎসক অথবা দন্ত চিকিৎসকের প্রতি বিজ্ঞপ্তি।

জনাব,

মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের পক্ষে, আমি আপনাকে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিতেছি যে, কাউন্সিলে উপস্থাপিত তথ্য ও প্রামাণাদির মাধ্যমে অভিযোগকারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন (এখানে সংক্ষিপ্তভাবে অভিযোগের কারণ-সমূহ উল্লেখ করুন), এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে পেশাগত ক্ষেত্রে অসদাচরণ অথবা মানসিক অসুস্থতা/চারিত্রিক ত্রুটি অথবা অন্যান্য ত্রুটির জন্য (সংক্ষিপ্তভাবে কারণগুলি উল্লেখ করুন) পেশা চালাইবার ক্ষেত্রে আপনাকে অনুপযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

এবং আমি আদিষ্ট হইয়া আপনাকে আরো বিজ্ঞপ্তি দিতেছি যে, ১৯৮০ সালের (১৯৮০ এর ১৬ সংখ্যক) মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইনের ২৮ ধারা মোতাবেক অপানার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত উপরোক্ত অভিযোগ বিবেচনা করিতে এবং নিবন্ধিত চিকিৎসক/দন্ত চিকিৎসকদের নিবন্ধন বই হইতে আপনার নাম ঐ অভিযোগের কারণে নিবন্ধিত হইবে কি না/অপসারিত হইবে কি না তা স্থির করিতে ১৯ সালের তারিখ টায় কক্ষে কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উপরোক্ত অভিযোগের লিখিত জবাব দিতে এবং উল্লেখিত সময়ে ও স্থানে কমিটির সভায় হাজির হইতে এবং উপরোক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার যদি কিছু বলার থাকে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে আপনাকে অনুরোধ জানানো যাইতেছে এবং আপনাকে এই মর্মে জানানো যাইতেছে যে, প্রয়োজন মোতাবেক আপনি যদি কমিটির সভায় হাজির না হন তাহা হইলে কমিটি আপনার অনুপস্থিতিতে উপরোক্ত অভিযোগের শুনানী গ্রহণ করিতে পারেন ও সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

উপরোক্ত অভিযোগের ব্যাপারে অথবা সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে আপনি যে জবাব দিতে অথবা যোগাযোগ করিতে অথবা আবেদন করিতে চাহেন, তাহা রেজিস্ট্রিকৃত ডাকে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের নিবন্ধকের ঠিকানায় অবশ্যই প্রেরণ করিতে হইবে এবং তাহা অভিযোগের শুনানীর নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে পনের দিন পূর্বে নিবন্ধকের নিকট পৌঁছাইতে হইবে।

নিবন্ধক

প্রয়োজনীয় ও যথাযথ শব্দগুলো রাখুন এবং অবশিষ্টগুলি কাটিয়া দিন।

ফরম-৩

[প্রবিধান ৪৮(৯) দ্রষ্টব্য]

চিকিৎসক অথবা দন্ত চিকিৎসকদের নিবন্ধন বইয়ে নাম পুনর্বহালের জন্য আবেদনকারীর বক্তব্য।

নিবন্ধক, মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, ঢাকা।

(১) আমি, নিম্ন স্বাক্ষরকারী*
বর্তমানে ডিগ্রীধারী†, হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, আমার দ্বারা নিম্নোক্ত প্রকৃত তথ্যাদি পরিবেশিত হইল যাহার কারণে আমি চিকিৎসক/দন্ত চিকিৎসকদের নিবন্ধন বইয়ে আমার নাম পুনর্বহালের জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

(২) নিম্নোক্ত যোগ্যতা এর (ক) পরিপ্রেক্ষিতে সালে(খ) আমার নাম নিবন্ধন বইয়ে যথারীতি নিবন্ধিত হয় এবং অতঃপর এখানে উল্লেখিত আমার নাম অপসারণের তারিখে একই যোগ্যতার (গ) পরিপ্রেক্ষিতে আমার নাম নিবন্ধিত হয় এবং নিম্নোক্ত অতিরিক্ত যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতেও আমার নাম নিবন্ধিত হয় ঃ

---

(৩) ——————————সালের——————তারিখে (ঘ) অনুষ্ঠিত তদন্তের ভিত্তিতে উপরোক্ত মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল ————এর ————অভিযোগকারী (ঙ) কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগক্রমে চিকিৎসক/দন্ত চিকিৎসকদের নিবন্ধন বই হইতে আমার নাম অপসারণ করার জন্য মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল নির্দেশ প্রদান করেন এবং যেই অপরাধের জন্য মেডিক্যোল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আমার নাম অপসারণের জন্য নির্দেশ প্রদান করে সেই অপরাধ ছিল (চ)——————————।

(৪) চিকিৎসক/দন্ত চিকিৎসকের নিবন্ধন বই হইতে আমার নাম অপসারণের সময় হইতে আমি ——————————এ (ছ) বসবাস করিতেছি এবং সেই সময় হইতে আমার পেশা ছিল——————————।

(৫) আমি প্রার্থনা করিতেছি যে আমার নাম চিকিৎসক/দন্ত চিকিৎসকের নিবন্ধন বইয়ে পুনরায় নিবন্ধনপূর্বক উত্থাপন করা হউক (জ)——————————

(৬) আমার বর্তমান আবেদনের স্বপক্ষে যুক্তিগুলো নিম্নরূপ (ঝ)——————————
(প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট/প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা/নিবন্ধিত চিকিৎসক/নিবন্ধিত দন্ত-চিকিৎসক)

স্বাক্ষরিত

---

*পুরা নাম সন্নিবেশ করুন

†যোগ্যতা পরিবেশণ করুন, যদি থাকে।

(ক) তারিখ সন্নিবেশ করুন।

(খ) মূল যোগ্যতা সন্নিবেশ করুন।

(গ) প্রয়োজন হইলে যোগ করিতে হইবে।

(ঘ) তদন্তের তারিখ সন্নিবেশ করুন।

(ঙ) অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা সন্নিবেশ করুন।

(চ) যেই অভিযোগের ভিত্তিতে নাম অপসারণ করা হইয়াছে সেই অভিযোগ সন্নিবেশ করুন।

(ছ) প্রয়োজন অনুসারে এই অনুচ্ছেদের শূন্যস্থান পূরণ করিতে হইবে।

(জ) প্রস্তাবিত ভবিষ্যত পেশাগত কাজের বিবরণ সন্নিবেশ করুন।

(ঝ) যেই তথ্য ও কারণের উপর ভিত্তি করিয়া আবেদন করা হইয়াছে সেইসব তথ্য ও কারণ স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

ফরম-৪

[প্রবিধান ৪৮(৯) দ্রষ্টব্য]

আবেদন পত্রের সমর্থনে সার্টিফিকেট

---------- এর

আমি ----------

নিম্নোক্তভাবে প্রত্যয়ন করছি যেঃ—

(১) আমি (ক)----------

(২) আমি ----------এর আবেদনপত্রের(৪)ও

(৫) অনুচ্ছেদ পাঠ করিয়াছি এবং আরো বলিতেছি যে চিকিৎসক/দন্ত চিকিৎসকদের নিবন্ধন বই হইতে নাম অপসারিত হওয়ার পূর্বে এবং নাম অপসারিত হইবার সময় হইতে উল্লেখিত ---------- এর সংগে ভালোভাবে পরিচিত এবং আমি এখন তাঁহাকে সৎচরিত্রের লোক বলিয়া জানি এবং আমি আমার জানা ও বিশ্বাসমতে উল্লেখিত অনুচ্ছেদগুলিতে বর্ণিত বক্তব্য সত্য।

(স্বাক্ষরিত)

(নাম)

(ঠিকানা ও যোগ্যতা)

(ক) যোগ্য চিকিৎসক হিসাবে আপনি যে আইনের আওতায় নিবন্ধিত হইয়াছেন সেই আইন সম্পর্কে বর্ণনা দিন এবং নিবন্ধন সংখ্যা উল্লেখ করুন।

ফরম-৫

[প্রবিধান ৬১(১) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল

নিবন্ধিত চিকিৎসকদের নিবন্ধন বই

নিন্ধনের ক্রমিক সংখ্যা।	নিবন্ধনের তারিখ।	নিবন্ধিত চিকিৎসকের পুরা নাম।	নিবন্ধিত চিকিৎসকের ঠিকানা।	তারিখসহ শিক্ষাগত যোগ্যতা।	নিবন্ধিত চিকিৎসকের নাম, নিবন্ধন বই হইতে অপসারণের তারিখ ও কারণ।
১	২	৩	৪	৫	৬

ফরম-৬

[প্রবিধান ৬১(১) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল

নিবন্ধিত দন্ত চিকিৎসকদের নিবন্ধন বই

নিবন্ধনের ক্রমিক সংখ্যা।	নিবন্ধনের তারিখ।	নিবন্ধিত দন্ত-চিকিৎসকের পুর্ণ নাম।	নিবন্ধিত দন্ত-চিকিৎসকের ঠিকানা।	তারিখসহ শিক্ষাগত যোগ্যতা।	নিবন্ধিত দন্ত চিকিৎসকের নাম, নিবন্ধন বই হইতে অপসারণের তারিখ ও কারণ।
১	২	৩	৪	৫	৬

ফরম-৭

[প্রবিধান ৬১(১) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল

নিবন্ধিত চিকিৎসা সহকারীদের নিবন্ধন বই

নিবন্ধনের ক্রমিক সংখ্যা।	নিবন্ধনের তারিখ।	নিবন্ধিত চিকিৎসা সহকারীর পুরা নাম।	নিবন্ধিত চিকিৎসা সহকারীর ঠিকানা।	তারিখসহ শিক্ষাগত যোগ্যতা।	নিবন্ধিত চিকিৎসা সহকারীর নাম, নিবন্ধন বই হইতে অপসারণের তারিখ ও কারণ।
১	২	৩	৪	৫	৬

ফরম-৮

[প্রবিধান ৬১(১) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল

পল্লী চিকিৎসক পেশাদারের রেজিস্টার

নিবন্ধনের ক্রমিক সংখ্যা।	নিবন্ধনের তারিখ।	নিবন্ধিত পল্লী-চিকিৎসক পেশাদারের পুরা নাম।	নিবন্ধিত পল্লী-চিকিৎসক পেশাদারের ঠিকানা।	তারিখসহ শিক্ষাগত যোগ্যতা।	যে সীমানার মধ্যে সার্টিফিকেট কার্যকরি হইবে।	রেজিস্টারকৃত পল্লী চিকিৎসক পেশাদারের নাম রেজিস্টার হইতে অপসারণের কারণ ও তারিখ।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

ফরম-৯

[প্রবিধান ৬১(১) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল

রেজিস্টারীকৃত অনুমোদিত দন্ত চিকিৎসক পেশাদারের রেজিস্টার

রেজিষ্ট্রেশনের ক্রমিক সংখ্যা।	রেজিষ্ট্রেশনের তারিখ।	রেজিস্ট্রিকৃত অনুমোদিত দন্তচিকিৎসক পেশাদারের পুরা নাম।	রেজিস্ট্রিকৃত অনুমোদিত দন্তচিকিৎসক পেশাদারের ঠিকানা।	তারিখসহ শিক্ষাগত যোগ্যতা।	রেজিস্ট্রিকৃত অনুমোদিত দন্ত চিকিৎসক পেশাদারের নাম; রেজিস্টার বই-হইতে অপসারণের নে কারণ ও তারিখ।
১	২	৩	৪	৫	৬

ফরম-১০

[প্রবিধান ৬৩(৩) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল

নিবন্ধিত চিকিৎসক এবং নিবন্ধিত দন্ত চিকিৎসকদের বার্ষিক তালিকা।

নাম	ঠিকানা	নিবন্ধনের তারিখ ও নম্বর।	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ও উহার বৎসর।

ফরম-১১

[প্রবিধান ৬৪(৬) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল

মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ১৯৮০

চিকিৎসক হিসাবে পূর্ণ নিবন্ধনের সার্টিফিকেট

(মনোগ্রাম)

নিবন্ধন নং——————————“ক”——————নিবন্ধনের তারিখ———

নাম	ঠিকানা	স্বীকৃত চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা তারিখসহ।

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, নিবন্ধিত চিকিৎসকের নাম, নিবন্ধন নম্বর, নিবন্ধন তারিখ, ঠিকানা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার উপরোক্ত বর্ণনা উপরোক্ত চিকিৎসকের জন্য নির্ধারিত নিবন্ধন বইয়ে লিপিবদ্ধ ভুক্তিসমূহের একটি বিশ্বস্ত অনুলিপি।

উল্লেখিত নিবন্ধন নম্বরের অংশ হিসাবে “ক” বর্ণটি নির্দেশ করে যে নিবন্ধিত চিকিৎসক ১৯৮০ সালের মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইনের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তফসিলের অর্ন্তভুক্ত স্বীকৃত চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা অথবা ইহার সমমান চিকিৎসা যোগ্যতার অধিকারী।

দ্রষ্টব্যঃ সার্টিফিকেটধারীকে তাঁহার ঠিকানায় কোন পরিবর্তন সম্পর্কে নিবন্ধককে অবিলম্বে জানাইতে হইবে, যাহাতে সঠিক ঠিকানা নিবন্ধন বইয়ে যথাযথভাবে সন্নিবেশ করা যায়।

নিবন্ধক

ফরম-১২

[প্রবিধান ৬৪(৬) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল

মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ১৯৮০

দন্তচিকিৎসক হিসাবে পূর্ণ নিবন্ধনের সার্টিফিকেট

(মনোগ্রাম)

নিবন্ধন নং———————————নিবন্ধনের তারিখ———————————

নাম	ঠিকানা	তারিখসহ স্বীকৃত দন্তচিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা।

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, দন্তচিকিৎসকর নাম, নিবন্ধন নম্বর, নিবন্ধন তারিখ, ঠিকানা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার উপরোক্ত বর্ণনা উপরোক্ত দন্তচিকিৎসকের জন্য নির্ধারিত নিবন্ধন বইয়ে লিপিবদ্ধভুক্তিসমূহের একটি বিশ্বস্ত অনুলিপি।

নিবন্ধিত দন্তচিকিৎসক ১৯৮০ সালের মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইনের পঞ্চম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত স্বীকৃত দন্তচিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী।

দ্রষ্টব্যঃ সার্টিফিকেটধারীকে তাহার ঠিকানায় কোন পরিবর্তন সম্পর্কে নিবন্ধককে অবিলম্বে জানাইতে হইবে যাহাতে তাহার সঠিক ঠিকানা নিবন্ধন বইয়ে যথাযথ-ভাবে সন্নিবেশ করা যায়।

নিবন্ধক

ফরম-১৩

[প্রবিধান ৬৪(৬) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল

মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ১৯৮০

ন্যাশনাল চিকিৎসক হিসাবে নিবন্ধনের সার্টিফিকেট

(মনোগ্রাম)

নিবন্ধন নং 'গ' নিবন্ধনের তারিখ————

নাম	ঠিকানা	মেডিক্যাল পরীক্ষাসমূহ পাসের সার্টিফিকেট, তারিখসহ।

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, নিবন্ধিত ন্যাশনাল চিকিৎসকের নাম, নিবন্ধন নম্বর, নিবন্ধন তারিখ, ঠিকানা ও চিকিৎসা পরীক্ষার পাস সার্টিফিকেট এর উপরোক্ত বর্ণনা উপরোক্ত ন্যাশনাল চিকিৎসকের জন্য নির্ধারিত নিবন্ধন বইয়ে লিপিবদ্ধভুক্তিসমূহের একটি বিশ্বস্ত অনুলিপি।

উল্লেখিত নিবন্ধন নম্বরের অংশ হিসাবে 'গ' বর্ণটি নির্দেশ করে যে, নিবন্ধিত ন্যাশনাল চিকিৎসক ১৯৮০ সালের চিকিৎসা ও দন্তচিকিৎসা কাউন্সিল আইনের ১৪ ধারার (১) উপ-ধারার অধীনে কোন প্রাইভেট চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হইতে নিবন্ধনযোগ্য চিকিৎসা পরীক্ষায় পাস সার্টিফিকেট এর অধিকারী।

দ্রষ্টব্য ঃ সার্টিফিকেটধারীকে তাহার ঠিকানায় কোন পরিবর্তন সম্পর্কে নিবন্ধককে অবিলম্বে জানাইতে হইবে যাহাতে তাহার সঠিক ঠিকানা নিবন্ধন বইয়ে যথাযথ-ভাবে সন্নিবেশ করা যায়।

নিবন্ধক

ফরম-১৪

[প্রবিধান ৬৪(৬)- দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল

মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ১৯৮০

মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট পেশাদার হিসাবে রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট

রেজিষ্ট্রেশন নং 'ঘ' মনোগ্রাম রেজিষ্ট্রেশনের তারিখ————

নাম	ঠিকানা	মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট পরীক্ষা উত্তরণ সার্টিফিকেট ও উহার তারিখ।

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপরে উল্লেখিত রেজিষ্টারভুক্ত মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট পেশাদারের নাম, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর, রেজিষ্ট্রেশনের তারিখ, ঠিকানা এবং মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট পরীক্ষা উত্তরণ সার্টিফিকেটের বর্ণনা, মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট পেশাদারগণের জন্য নির্ধারিত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ বিবরণের একটি বিশ্বস্ত অনুলিপি।

উল্লেখিত রেজিষ্ট্রেশন নম্বরের অংশ বিশেষ 'ঘ' বর্ণটি ইঙ্গিত করে যে ১৯৮০ সনের মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইনের ১৪ ধারার (২) উপ-ধারার অধীনে রেজিষ্টারভুক্ত উপরোক্ত মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট পেশাদার রেজিষ্ট্রেশনের যোগ্য মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট পরীক্ষার উত্তরণ সার্টিফিকেটের অধিকারী।

সীল

রেজিষ্ট্রার

ফরম-১৫

[প্রবিধান ৬৪(৬) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল

অনুমোদিত দন্তচিকিৎসক হিসাবে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

মনোগ্রাম

রেজিস্ট্রেশন নং 'চ' রেজিস্ট্রেশনের তারিখ————

নাম	ঠিকানা	অনুমোদিত দন্ত চিকিৎসকের যোগ্যতার বিষয়ে রেজিস্ট্রেশন বিচারালয়ের মতামত।	মন্তব্য
		সন্তোষজনক	

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত বিবরণ, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, রেজিস্ট্রেশনের তারিখ, ঠিকানা এবং কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত রেজিস্ট্রেশন বিচারালয়ের মতামতে উপরোক্ত "অনুমোদিত দন্তচিকিৎসক" নাম অনুসারে একটি বিশ্বস্ত অনুলিপি রেজিস্টারী খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

"চ" বর্ণটি উপরোক্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বর গঠনে একটি অংশ বিশেষ যাহা ইঙ্গিত করে যে, "অনুমোদিত দন্তচিকিৎসক" কোন অনুমোদন যোগ্য দন্ত-শিক্ষা বিষয়ক পরীক্ষা পাস করেন নাই কিন্তু ১৯৮০ সনের মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইনের ১৫তম ধারার(৩) উপ-ধারা অনুযায়ী তাহার যোগ্যতাকে একজন দন্তচিকিৎসক হিসাবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনুমোদন করা হয়।

নির্দেশ : সার্টিফিকেটধারীকে তাহার ঠিকানায় যে কোন পরিবর্তনে রেজিস্ট্রারকে অবিলম্বে সংবাদ পাঠাইতে হইবে যাহাতে তাহার সংশোধিত ঠিকানা রেজিস্টারী খাতায় যথা সময়ে সন্নিবেশিত করা যায়।

(সীল)

রেজিস্ট্রার

কাউন্সিলের আদেশক্রমে

অধ্যাপক আবু আহমেদ চৌধুরী

সভাপতি

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল।

মোঃ শফিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
[illegible] আব্দুল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।